ঈদ মোবারক

একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী

পদক্ষেপ বার্তা

বর্ষ: ১৪ । সংখ্যা: ১৪৭ । মে ২০২৫

www.padakhep.org

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্যাটেলাইট ক্লিনিকের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

পৃষ্ঠা ০২

মোবাইল অ্যাপসেই পুকুরের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করছেন গোপালগঞ্জের মৎস্য চাষিরা

পৃষ্ঠা ০৫

পদক্ষেপ ও এসিআই মটরস (ইয়ামাহা) এর মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ চুক্তি স্বাক্ষর

পদক্ষেপ এর মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের জন্য সহজ ও নির্ভরযোগ্য যানবাহন প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২১ মে ২০২৫ তারিখ পদক্ষেপ এবং এসিআই মটরস লিমিটেড (ইয়ামাহা) এর মধ্যে একটি স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির কার্যকর মনিটরিং ও সুপারভিশন নিশ্চিত করতে মাঠপর্যায়ের কর্মীদের সময়মতো কার্যস্থলে পৌঁছানো, সঠিক সেবা প্রদান এবং তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য যানবাহনের ব্যবহার অনস্বীকার্য। তবে বাস্তবে, অনেকক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ের কর্মীদের ব্যক্তিগত অর্থায়নে মানসম্মত মোটরসাইকেল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না, যার ফলে দায়িত্ব পালনে নানা প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পদক্ষেপ এর মাঠপর্যায়ের কর্মীরা প্রয়োজন ও সক্ষমতা অনুযায়ী সহজ কিস্তিতে উন্নতমানের ইয়ামাহা মোটরসাইকেল ক্রয়ের সুবিধা পাবেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সংস্থার পক্ষে নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস এবং এসিআই মটরস লিমিটেড এর পক্ষে চিফ বিজনেস অফিসার ইঞ্জিঃ আসিফ উদ্দিন স্বাক্ষর করেন।

কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে সাউথইস্ট ব্যাংক ও পদক্ষেপ এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. বিশেষ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র 'কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি' 'কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং 'কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ' এর জন্য কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) আবিদুর রহমান চৌধুরী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে পদক্ষেপ এর মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকদের হাতে এই আর্থিক সহায়তা তুলে দেন। সাউথইস্ট ব্যাংক 'পদক্ষেপ' এর সাথে সমন্বয় করে এই সহায়তা প্রেরণ করেছে। সহায়তা প্রাপ্ত কৃষকদের পাশাপাশি 'পদক্ষেপ' এর প্রেসিডেন্ট এ.বি.এম. সিদ্দীক, নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস সহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আইসিটি বিভাগ কর্তৃক 'ICT Knowledge Sharing & Simulation' শীর্ষক কর্মশালা

মে মাসে 'পদক্ষেপ' এর ২টি জোনে আইসিটি বিভাগ কর্তৃক 'ICT Knowledge Sharing and Simulations' শীর্ষক মোট ৩টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এরমধ্যে গত ০৯ মে ২০২৫ তারিখে বি-বাড়িয়া জোনের সিলেট, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ এরিয়া এবং ১০ মে তারিখে বি-বাড়িয়া, আশুগঞ্জ, বাঞ্ছারামপুর ও তন্তর এরিয়া এবং ১৭ মে রাজশাহী জোনের কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালাগুলোতে সংস্থার পরিচালক (আইসিটি) মুহম্মদ আররাফি সিদ্দীক উপস্থিত থেকে কর্মীদের বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রদান করেন। তিনি কর্মীদের 'ICT Knowledge Sharing and Simulations' এর মাধ্যমে মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের বিভিন্ন সূচকের উন্নয়নে করণীয়, টিমওয়ার্ক গড়ে তোলা, সহকর্মী ও সদস্যদের সঙ্গে আন্তরিক ব্যবহার, সদস্য যাচাই-বাছাই ও সঞ্চয় বৃদ্ধির কৌশল, বকেয়া কমানো, চাহিদা অনুযায়ী লিপ পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া সংস্থার সকল প্রকার নীতিমালা, গাইডলাইন, অফিস আদেশসমূহ নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন ও যথাযথভাবে অনুসরণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কর্মশালাগুলোর মাধ্যমে বাস্তব পরিস্থিতির অনুকরণে শেখার সুযোগ তৈরি হয়, যা প্রযুক্তি, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্কিং, ডেটা বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন আইসিটি টুলসের কার্যকর ব্যবহারে সহায়ক হবে। উল্লেখ্য এ পর্যন্ত আইসিটি বিভাগ কর্তৃক 'ICT Knowledge Sharing and Simulations' শীর্ষক সর্বমোট ২০টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্যাটেলাইট ক্লিনিকের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

প্রান্তিক জন মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালিত করে আসছে সমৃদ্ধি কর্মসূচি। তারই ধারাবাহিকতায়, ৪ মে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার গৌরারং ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডে, ৬ মে মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার তালিমপুর ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডে এবং ২৯ মে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার গৌরারং ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়। সুনামগঞ্জে জগাইরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত ক্যাম্পে ৪৬ জন রোগীকে এবং ৯ নং ওয়ার্ডের নিয়ামতপুরে ৩৬ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. শফিকুল ইসলাম। অন্যদিকে বড়লেখার বড়ময়দান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ৪৩ জন রোগীকে সেবা প্রদান করেন বড়লেখা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. নাজমুল হাছান। পদক্ষেপ ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে কমিউনিটিভিত্তিক বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের এই উদ্যোগ স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি ও সুস্থ জীবন নিশ্চিতকরণে সরাসরি অবদান রাখছে।

চক্ষু ক্যাম্প কর্মসূচি

স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় গত ২১ মে ২০২৫ তারিখে বড়লেখা উপজেলার তামিলপুর ইউনিয়ন পরিষদে ও ২৩ মে হারতা ইউনিয়নে শিশু কানন কিন্ডার গার্ডেনে এবং ২৪ মে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার গৌরারং ইউনিয়নে চক্ষু ক্যাম্পগুলোর আয়োজন করা হয়। চক্ষু ক্যাম্পগুলোতে প্রায় ৫৫০ জন রোগীকে চক্ষু সেবা প্রদান ও ৫৫ জন রোগীকে ছানি অপারেশন করা হয়। ক্যাম্পগুলোতে ডা. সৈয়দ জিসান আহমেদ, ডা. আব্দুল মান্নান ও ডা. মোঃ হাবিবুল্লাহ এবং সার্বিক সহযোগিতা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় ইস্পাহানি ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের চিকিৎসকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উঠান বৈঠকে স্বাস্থ্য সচেতনতা

মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম অগ্রাধিকারভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে আসছে। সেই ধারাকে অব্যাহত রেখে ৫ মে ২০২৫ তারিখে আগৈলঝাড়া উপজেলার রাজিহার ইউনিয়নে অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে গর্ভবতী মায়েদের যত্ন, বিপদ চিহ্ন, নবজাতকের সমস্যা এবং কিশোরীদের স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতামূলক দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

'রেমিটেন্স' লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য

মাস	সুবিধাভোগী	মোট অর্থ প্রদান	সর্বমোট সুবিধাভোগী	মোট অর্থ প্রদান
মে ২০২৫	৪৪৭ জন	১২,৫৪৯,৯০৯/-	১,৬৪.১৫৯ জন	৫,৩০০,৬১৬,৯৭৫/-

নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ক যুব প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ ও পদক্ষেপ এর সহায়তায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার গৌরারং ইউনিয়নে দিনব্যাপী যুব প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে চারটি ব্যাচে মোট ১০০ জন তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করেন। এতে সামাজিক স্বেচ্ছাসেবা, নেতৃত্ব এবং সম্প্রীতি উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন স্থানীয় দুইজন ইমাম ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা। সমাপনী দিনে অমৃতশ্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ এমদাদুল ইসলাম যুবসমাজের ভিতর উন্নয়নমূলক এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পরিসর আরও বাড়ানোর আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা জানান, এতে তারা যুব উন্নয়ন, স্বেচ্ছাসেবা ও সামাজিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন, যা তাদের ভবিষ্যতের জন্য সহায়ক হবে।

আইসিবিসি প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ১৫-১৭ মে এবং ২০-২২ মে ২০২৫ তারিখে লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুর সদর উপজেলায় Monitoring, Evaluation, Accountability & Learning (MEAL) Framework বিষয়ক তিন দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। শিশু যত্ন কেন্দ্রকে সেবাদানের কেন্দ্র হিসেবে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা, সেবার মানোন্নয়ন এবং মাঠকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওরিয়েন্টেশনগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রদান (আইসিবিসি) প্রকল্পের আওতায় কর্মশালাগুলোর উদ্বোধন করেন যথাক্রমে জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মো. কাউছার আহমেদ এবং সিআইপিআরবির ডেপুটি প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ আমিরুল ইসলাম। প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন, সিআইপিআরবি এর তিনজন অভিজ্ঞ মাস্টার ট্রেইনার। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন সিসিসি সুপারভাইজার, ইসিসিডি অফিসার, অর্থ ও প্রশাসনিক সমন্বয়কারীসহ প্রকল্পের মাঠকর্মীবৃন্দ।

শিশু যত্ন কেন্দ্র পরিদর্শন

'আইসিবিসি' প্রকল্পের আওতায় গত ২৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলা এবং ৩০ এপ্রিল চাঁদপুর জেলার মতলব (দক্ষিণ) উপজেলার শিশু যত্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ। পরিদর্শনকালে তাঁরা শিশুদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং শিশুর সামগ্রিক বিকাশে আরও কার্যকরী ভূমিকা পালনে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও শিশুদের সাঁতার শিক্ষা কার্যক্রম এবং ইসিসিডি সেবা প্রদানের বিষয়সমূহ তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্র সুপারভাইজার, ইসিডিসি অফিসার ও প্রকল্পের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্টের বিভিন্ন কার্যক্রম

নেত্রকোণায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ 'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২য় পর্যায়' প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে গত ৪ মে ২০২৫ তারিখে নেত্রকোণার নগর মাতৃসদনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসক মোঃ আরিফুল ইসলাম সরদার এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক খোন্দকার মো. নাজমুল হুদা শামীম। সভায় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর ভিডিও প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন সংস্থার যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দিক। সভা শেষে অতিথিবৃন্দ নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে তিনি প্রকল্পের মাস্টার রেজিস্টার, হাসপাতালের বেড, কেবিন, রোগীর ফ্লোরসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।

কক্সবাজার নগর মাতৃসদন কেন্দ্র পরিদর্শন

স্বাস্থ্যসেবা জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ কক্সবাজার পৌরসভায় আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ১৭ মে ২০২৫ তারিখে কক্সবাজার পৌরসভার প্রশাসক রুবাইয়া আফরোজ নগর মাতৃসদন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগ যেমন প্যাথলজি, ওটি, ডেলিভারি রুম ও বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন এবং সেবার মান, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আচরণ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এসময় রোগীরা সেবা নিয়ে ইতিবাচক মতামত প্রদান করেন।

পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

প্রকল্পের সদস্যদের মাঝে সবজির বীজ বিতরণ

পদক্ষেপ এর পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুস্টির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বসতবাড়িতে সবজি বাগান স্থাপনের জন্য এবং সেই বাগান থেকে যেন সারাবছর শাকসবজির চাষ চলমান রাখার উদ্দেশ্যে প্রতি মৌসুমেই প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্যদের মাঝে মৌসুমভিত্তিক বীজ বিতরণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৪টি ইউনিয়নের ১৪০০ পরিবারের মাঝে খরিপ-২ মৌসুমের ৯ ধরনের বীজ যেমন পুইশাক, চালকুমড়া, শিম, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, করলা, ঢেঁড়স, ঝিঙ্গা, লালশাক বিতরণ করা হয়। যা এই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আয়বর্ধনে ভূমিকা রাখবে।

নিঃস্ব সদস্যের বসতভিটা সংস্কার কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন ও নিকলী উপজেলায় নিঃস্ব সদস্যদের জন্য বসতভিটা সংস্কারে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। দুর্যোগ ও জলবায়ু অভিযোজন সম্পর্কিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের মাধ্যমে এই সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। অনুদান বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন পিভিসি সদস্য, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও পদক্ষেপ এর কর্মীবৃন্দ। বসতভিটা মেরামতের এই অনুদান পেয়ে সদস্যরা তাদের পরিবার নিয়ে আরও নিরাপদ ও সুস্থ্য পরিবেশে বসবাস করতে পারবেন।

সরকারি বিদ্যমান স্বাস্থ্য সেবাসমূহ অবহিতকরণ ওরিয়েন্টশন

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে অতিদরিদ্র সকল বয়সের জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ এর পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের উদ্যোগে মিঠামইন উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিদ্যমান সেবাসমূহ সম্পর্কে অবহিতকরণ বিষয়ক ওরিয়েন্টশনের আয়োজন করা হয়। ওরিয়েন্টশনে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসার, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য সহকারী, সিএইচসিপি, পরিসংখ্যান অফিসার এবং পদক্ষেপ এর কর্মীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ সেবাসমূহ সকলকে অবহিত করেন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে সকল সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দেন।

আয়বধনমূলক কার্যক্রমের আওতায় উপকরণ ও অনুদান বিতরণ

প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হলো জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের মাধ্যমে উপকারভোগীদের টেকসই আয়বর্ধনের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ মাসে মিঠামইন উপ-প্রকল্প ইউনিটের গোপদিঘী, ঘাগড়া ও কেওয়ারজোড় ইউনিয়নের ৫ জন সদস্যের মাঝে হাঁস পালনের উপকরণ বিতরণ করা হয়। প্রতিজন সদস্যকে ২০টি করে ডিমপাড়া হাঁসসহ মোট ১০০টি হাঁস এবং হাঁস পালনের ঘর নির্মাণের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী, খাদ্য ও খাবার পাত্র প্রদান করা হয়েছে। এ ধরনের সহায়তা পেয়ে তারা ভবিষ্যতে বড় পরিসরে হাঁসের খামার গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন। এছাড়াও মিঠামইন উপজেলার ১ জন অতিদরিদ্র সদস্যকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাছ সংরক্ষণ ও বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ট্যাংক, ডিসপ্লে ও আইস বক্স, কাটিং ডিভাইস, চপিং টেবিল, গ্লাভস, মাস্ক এবং ক্যাপ প্রদান করা হয়েছে।

পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প পরিচালকের ইউনিয়নভিত্তিক কার্যক্রম পরিদর্শন

প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, উপকারভোগীর সাথে মতবিনিময় এবং আয়বর্ধনমূলক উদ্যোগ সমূহের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি মূল্যায়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ এর পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের পরিচালক ড.শরীফ আহম্মদ চৌধুরী গত ২২ ও ২৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার অস্টগ্রাম ও নিকলী উপজেলার কাস্তুল ও ছাতিরচর ইউনিয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রমের বাস্তব চিত্র, উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ এবং টেকসই উদ্যোগ গ্রহণের অগ্রগতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি অস্টগ্রাম উপজেলার 'কাস্তুল আশার আলো মহিলা সংগঠন' এর চাঁদের হাসি পিভিসির সদস্য রিনা বেগম এর গরুর খামার পরিদর্শন করেন। এছাড়া তিনি নিকলীর ছাতিরচর ইউনিয়নে হাঁসের মিনি হ্যাচারি, অকৃষিজ আইজিএ কার্যক্রম, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন ইত্যাদি উদ্যোগ পরিদর্শন করেন।

"হাওর অঞ্চলে জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ" প্রকল্পের সমাপ্তি ও হস্তান্তর

পদক্ষেপ কর্তৃক পরিচালিত 'Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Communities Life in The Haor Region of Bangladesh' প্রকল্পের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয়েছে। গত ৮ মে ২০২৫ তারিখে সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার FIVDB ট্রেনিং সেন্টারে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জামালগঞ্জ উপজেলার লম্বাবাঁক হাটির স্থানীয় উপকারভোগীদের মাঝে প্রকল্পটি হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন ও ভবিষ্যৎ রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হয়েছে ১৫১৭ ফুট গ্র্যাভিটি রিটেইনিং ওয়াল, ৭টি ঘাট, ১টি র‍্যাম্প, ১২৮৩৫ বর্গফুট জায়গায় নিরাপদ আশ্রয় তথা কমিউনিটি কমন স্পেস এর উঠান উঁচুকরণ এবং দেয়াল ঘেঁষে বৃক্ষরোপণ। এ অবকাঠামো হাওরের ঢেউ ও ভূমিক্ষয় থেকে জনপদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোঃ ইলিয়াস মিয়া 'সহ পিকেএসএফ, জিআইজেড ও পদক্ষেপ এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

আরএমটিপি প্রকল্পের বিভন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

মোবাইল অ্যাপসেই পুকুরের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করছেন গোপালগঞ্জের মৎস্য চাষিরা

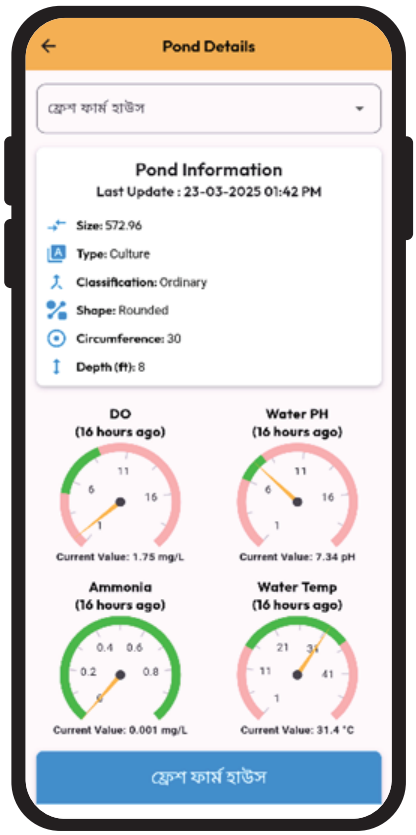

বাংলাদেশের মৎস্য খাত এখন আর কেবল অভিজ্ঞতা আর অনুমানের ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে মাছ চাষের ধরন। আধুনিক মৎস্য চাষে মাটি পরীক্ষা, পানি পরীক্ষা, পানির তাপমাত্রা, অ্যামোনিয়া ও অক্সিজেনের মাত্রা নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এসব তথ্যের ওপর নির্ভর করে মাছের স্বাস্থ্য, উৎপাদনশীলতা এবং পুরো চাষ ব্যবস্থাপনার সাফল্য। সাধারণত এসব পরীক্ষা চাষিদের নিজেরই করতে হয় কিংবা মৎস্য কর্মকর্তার সহায়তা নিতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ এবং জটিল। কিন্তু যদি মোবাইলেই এসব পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া যেত তবে কেমন হতো? গোপালগঞ্জে পদক্ষেপ বাস্তবায়িত 'গ্রামীণ মৎস্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প' এই কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। অত্যাধুনিক আইওটি ডিভাইসটি এই প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ সদরের দুটি পুকুরে পরীক্ষা মূলকভাবে স্থাপন করা হয়েছে। 'একুয়া লিংক বাংলাদেশ' এবং দেশের খ্যাতনামা মৎস্য গবেষকদের তত্ত্বাবধানে তৈরি এই ডিভাইসের মাধ্যমে চাষিদের এখন আর আলাদাভাবে মাটি বা পানি পরীক্ষা করতে হয় না। এই সেন্সরযুক্ত ডিভাইস পুকুরের মাটি, পানি, তাপমাত্রা, অক্সিজেন ও অ্যামোনিয়ার মাত্রার সঠিক পরিমাপ করে এবং সেই তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাষির মোবাইল অ্যাপে পৌঁছে দেয়। চাষিরা সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এতে যেমন সময় ও শ্রম বাঁচে, তেমনি বাড়ে উৎপাদনশীলতা।

একুয়া লিংক বাংলাদেশ এর সাইট ইঞ্জিনিয়ার রাফি জানান,"আমাদের এই ডিভাইসে কিছু সেন্সর ব্যবহার করা হয়, যেগুলো পুকুরে স্থাপন করা হয়। সেখান থেকে তথ্য পুকুর পাড়ে থাকা ডাটা রিসিভারে জমা হয়। এরপর সেই রিসিভার থেকে মোবাইল ইন্টারনেটের মাধ্যমে সব তথ্য চলে আসে চাষির মোবাইলে। এইভাবে নির্ভুল ও রিয়েলটাইম তথ্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।" স্থানীয় উদ্যোক্তা তন্ময় ঠাকুর বলেন,"এই প্রযুক্তির কথা আগে কখনো শুনিনি। আগে নিজেই হাতে হাতে পানি বা মাটি পরীক্ষা করতাম, যা সময়সাপেক্ষ ছিল। এখন মোবাইলেই পুকুরের সব তথ্য চলে আসে। এতে সময় কম লাগে, খরচও বাঁচে। সবচেয়ে বড় কথা, তথ্যগুলোও অনেক নির্ভুল।" প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর কৃষিবিদ মোঃ লেমন মিয়া বলেন, "এই প্রযুক্তি শুধু তথ্য দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর মাধ্যমে পুকুরে ব্যবহৃত এয়ারেটর মেশিনও অটোমেটিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আগে অক্সিজেনের ঘাটতি হলে চাষিকে নিজে গিয়ে মেশিন চালু করতে হতো। কিন্তু এখন এই ডিভাইস নিজেই পরিস্থিতি বুঝে মেশিন চালু বা বন্ধ করে দেয়।" তিনি আরও বলেন,"এরকম প্রযুক্তির ব্যবহার বাংলাদেশের মৎস্য খাতকে আরও আধুনিক ও টেকসই করবে। এটি মৎস্য উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি মাছ চাষে লাভ নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।"

উল্লেখ্য, গোপালগঞ্জ জেলার পাঁচটি উপজেলায় মৎস্য উদ্যোক্তাদের জীবনমান উন্নয়নে ২০২২ সাল থেকে আরএমটিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে পদক্ষেপ। আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে এই প্রকল্প চাষিদের মাঝে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে।

মৎস্য ও চিংড়ি চাষিদের উত্তম মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর উপ-প্রকল্প "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ" এর আওতায় দক্ষতা ও জীবনমান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জ জেলায় 'মৎস্য চাষিদের উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন ও মৎস্য চাষে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ' সম্পন্ন হয়েছে। চলতি মাসে ৪টি উপজেলার মৎস্যজীবীদের নিয়ে ১৯টি ব্যাচে প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করা হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে সর্বমোট ৪৭৫ জন চাষি অংশগ্রহণ করেন। এতে চাষিদের নিবিড় ও আধা নিবিড় পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ, প্রদর্শনী ও মৎস্য চাষে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সাধনসহ পুকুর প্রস্তুতকরণ, পোনা বাছাইকরণ, পুকুর এবং মাছের পরিচর্যা ও বার্ষিক হিসাব রক্ষণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এসময় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসিআই কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজার মোঃ মহিব্বুল্লাহ ও এভানকো কোম্পানির প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান সোহাগ। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মোঃ লেমন মিয়া সহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

মে মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ২৩৯ জন

প্রশিক্ষণ শিরোনাম	প্রশিক্ষণের তারিখ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর পদবী	ভেন্যু (প্রশিক্ষণের স্থান)	আয়োজনকারী
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ					
'বেসিক ওরিয়েন্টেশন'	০৪-০৬ মে ২০২৫	৩৬	নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সিএম	প্রধান কার্যালয়	পদক্ষেপ
	২৭-২৯ মে ২০২৫	৩৪			
	২৭-২৯ মে ২০২৫	৪৩			
দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	০৬-০৮ মে ২০২৫	৩৬	কমিউনিটি ম্যানেজার-১	পিআইডিএম	পদক্ষেপ
	১৩-১৫ মে ২০২৫	৪০			
	১৯-২১ মে ২০২৫	৪৫			
	মোট	২৩৪			
বহি: প্রশিক্ষণ					
মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৬ এপ্রিল ২০২৫	০২	যুগ্ম পরিচালক ও সহকারী পরিচালক	বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান ভবন, মতিঝিল ঢাকা	বাংলাদেশ ব্যাংক
Building Habits of Miicrofinance professional	১৩-১৫ মে ২০২৫	০১	সহকারী পরিচালক	সিডিএফ ভবন, ঢাকা	সিডিএফ
Climate Change and Development	১৭-২১ মে ২০২৫	০১	ম্যানেজার	পিকেএসএফ ভবন, ঢাকা	পিকেএসএফ
Human Resource Management	২৫-২৯ মে ২০২৫	০১	ম্যানেজার	পিকেএসএফ ভবন, ঢাকা	পিকেএসএফ
	মোট	০৫			
	সর্বমোট	২৩৯			

প্যালেডিয়াম প্লেট

স্ট্রিটফুডের ইতিহাস

আজকের দিনে স্ট্রিটফুড শুধু খাবার নয়, এক ধরনের সংস্কৃতি। শহরের অলিগলিতে ঝলসে উঠা কাবাবের কিংবা তেলে ভাজা চপ-সিঙ্গাড়ার লোভনীয় ঘ্রাণ যেন আধুনিক জীবনের অংশ। রিক্সা আর দামি গাড়ির সারি থামে এসব দোকানের সামনে, করপোরেট অফিসার থেকে শুরু করে কলেজপড়ুয়া তরুণ-তরুণী, সবাই মজে যান ঝাল-মুড়ি বা ফুচকার টানে। কিন্তু জানেন কি, এই স্ট্রিটফুডের ইতিহাস মূলত দারিদ্রতার ইতিহাস?

প্রায় দশ হাজার বছর আগে, যখন সভ্যতা শিল্পনির্ভর নগরায়নের পথে যাত্রা শুরু করে, তখনই পথের ধারে খাবার বিক্রি শুরু হয়।

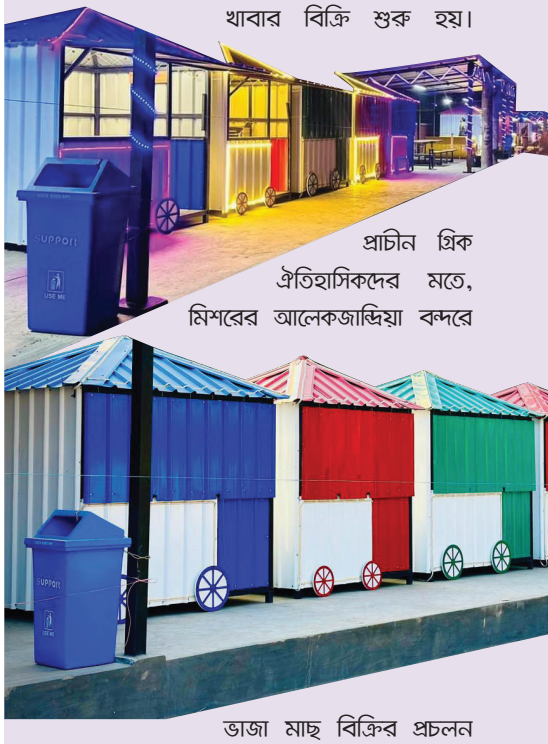

প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিকদের মতে, মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে ভাজা মাছ বিক্রির প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে এই রীতিই ছড়িয়ে পড়ে গ্রিসে এবং সেখান থেকে রোমান সাম্রাজ্যের নানা প্রান্তে। রোমান নগর হারকুলেনিয়াম ও পম্পেই শহরে ছিলো "থারমোপোলিয়া" নামের রাস্তামুখী রান্নাঘর, যেখানে গমজাত ফাররো, মসুর, কিংবা চিচারকিয়া দিয়ে তৈরি নানা তরকারি রান্না করে বিক্রি করা হতো। সে সময়ের দরিদ্র নাগরিকরা রান্নাঘরবিহীন বহুতল বাসভবনে থাকতেন আর কম দামে খাবারের পেতে নির্ভর করতেন এই থারমোপোলিয়ামের উপর। আজকের আধুনিক শহরে দাঁড়িয়ে যখন আমরা ফুচকায় টক বাড়িয়ে নিচ্ছি, ঠিক তখন অজান্তেই আমরা এক দীর্ঘ ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠছি। এই স্ট্রিটফুড কেবল আমাদের রুচির পরিচায়ক নয়, এটি শহরজীবনের অন্তর্লীন ইতিহাসেরও সাক্ষী।

রেইজ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

"ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এবং বিশ্বব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রিকভারি অ্যান্ড এডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর অ্যাম্পয়মেন্ট (রেইজ) প্রকল্পটি পদক্ষেপ দেশের শহর ও উপ-শহর এলাকার ১২টি জেলার ১৫টি উপজেলায় ১১টি জোনে ১৬টি এরিয়ার ২৫টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য মোট ১৬ দিন (৯৬ ঘণ্টা) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। মে ২০২৫ মাসে মোট ১৪টি ব্যাচের 'বিএমইডি' প্রশিক্ষণ ঢাকার কামরাঙ্গিরচর, গাজীপুর সদর, জামালপুর সদর, তারাকান্দি, কাপাসিয়া, ভালুকা এবং গফরগাঁও এলাকার মোট ৭টি ব্রাঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের মূল বিষয়বস্তু ছিল, সাধারণ ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসার ধারাবাহিকতা, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন, বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য মাঠ পরিদর্শন। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোর ফলে অংশগ্রহণকারীদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেইসাথে তারা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবসা পরিকল্পনার বিষয়ে সচেতন হচ্ছেন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ফলে স্বল্প-আয়ের তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সফল উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশে সহায়ক হচ্ছে।

শিক্ষানবিশি কার্যক্রম

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো, প্রকল্পের আওতায় স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের দক্ষ মাস্টার ক্রাফট-পার্সন বা অভিজ্ঞ কারিগর/গুরুর অধীনে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে মজুরিভিত্তিক এবং স্ব-কর্মসংস্থানে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কার্যক্রমটি সংস্থার মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২ মে ২০২৫ থেকে ৬ মাসব্যাপী ৫ম ব্যাচের গুরু-শিষ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের আওতায় মোট ৬৫ জন গুরুর অধীনে মোট ১৩০ জন শিষ্য বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণে উল্লেখযোগ্য ট্রেডগুলো হচ্ছে- গ্রাফিক ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, কনজুমার ইলেকট্রোনিক্স, ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, কার্পেন্ট্রি ইত্যাদি।

কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম

মে ২০২৫ মাসে প্রকল্পের মোট ১৪টি (২৮০ জন) কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন: দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকাসহ প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণী এবং পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত অগ্রসর, বুণিয়াদ, জাগরণ ও অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় যেসকল উপকারভোগী রয়েছে তাদেরকে নিয়ে প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। উঠান বৈঠক, পোস্টার, লিফলেট বিতরণ, টেলিফোনিক যোগাযোগ, ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের সাথে রেইজ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত গুরু-শিষ্য/শিক্ষানবিশ পদ্ধতিতে ৬ মাসব্যাপী বিভিনড়ব ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ সম্পর্কে এবং স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণী, ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৬ দিনের প্রশিক্ষণের বিষয়ে ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচির তথ্য পৌঁছে দিতে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে আলোচনা করা হয়। এছাড়া যুব সমাজকে সচেতন করার লক্ষ্যে পুষ্টি, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি জনসচেতনতামূলক বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

মে মাসে ১১০ জনকে নিয়োগ দিয়েছে 'পদক্ষেপ'

ক্র নং	প্রধান কার্যালয়, জোন, প্রোগ্রাম ও প্রোজেক্টের নাম	পদের নাম	কর্মস্থল	সংখ্যা
১	প্রধান কার্যালয়	এসএডি অ্যান্ড আরএম	মাইক্রোফাইন্যান্স, অপারেশন ডিভিশন	১
		ম্যানেজার		১
		ম্যানেজার (হিসাব)	অর্থ ও হিসাব বিভাগ	১
		ম্যানেজার	মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ	১
		সহকারী ম্যানেজার	আইসিটি বিভাগ	১
		সুপারভাইজার	পিআইডিএম	১
		সহকারী বাবুর্চি		১
		সার্ভিস স্টাফ		২
			মোট	৯
২	সমৃদ্ধি কর্মসূচি	স্বাস্থ্য পরিদর্শক	বড়লেখা ও রাজিহার উপজেলা	৫
		শিক্ষক		৩
			মোট	৮
৩	'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২য় পর্যায়' প্রকল্প	অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্টান্ট	কক্সবাজার, ফরিদপুর ও চট্টগ্রাম	২
		ল্যাব টেকনিশিয়ান		১
		অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট		১
		অফিস অ্যাটেনডেন্ট		১
			মোট	৫
৪	ঢাকা দক্ষিণ জোন	অফিস সহকারী	সাভার, বালিগাঁও, কক্সবাজার, হালিশহর, লালখান বাজার, বাজিতপুর ও নোয়াখালী এরিয়া	২
	চট্টগ্রাম দক্ষিণ জোন			২
	চট্টগ্রাম উত্তর জোন			২
	কিশোরগঞ্জ জোন			১
	কুমিল্লা জোন			১
			মোট	৮
৫	মাইক্রোফাইন্যান্স	সিএম-১, এবিএম (লোন ও অ্যাকাউন্টস)	বিভিন্ন জোন	৮০
			সর্বমোট	১১০

'পিআইডিএম' থেকে সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

মাসের নাম	সংস্থার সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী	মিটিং/পরীক্ষা/কর্মশালা	ট্রেনিং সংখ্যা	পদক্ষেপ স্টাফ	অন্যান্য সংস্থা স্টাফ
মে ২০২৫	৩৬টি	১২৪৫ জন	১০ মিটিং	১১ টি ট্রেনিং	৪৬৯ জন	৭৭৬ জন

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ		এপ্রিল	
		জন	টাকা
ফেরত প্রদান	সিপিএফ	১৫২	১,৩২,৭৯,৩৪২/-
	কর্মী কল্যাণ তহবিল	১৪৮	৮,৫৫,১২৮/-
অনুদান প্রদান	কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম	১৭৫	৩৬,৭০,৬৫০/-
	কর্মী কল্যাণ তহবিল	৪৮	১০,১৩,৬৭৮/-

লেখা আহ্বান: পদক্ষেপ এ কর্মরত যে কেউ সংস্থা সংশ্লিষ্ট সংবাদ, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধির কথা বা শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা পাঠাতে পারেন। মনোনীত লেখাগুলো প্রকাশ করা হবে।

সুরক্ষার প্রমিস

স্ক্যাবিস (Scabies): ত্বকের সংক্রমণ রোগ

স্ক্যাবিস কী?

স্ক্যাবিস একটি চর্মরোগ যা সারকোপটেস স্ক্যাবেই নামক অতি ক্ষুদ্র পরজীবী মাইটের কারণে হয়। এটি মানুষের ত্বকের নিচে বাসা বাঁধে এবং বিভিন্ন অস্বস্তিকর উপসর্গের সৃষ্টি করে। এই মাইট ত্বকে ঢুকে সেখানে গর্ত করে ডিম পাড়ে। এর ফলে তীব্র চুলকানি, লালচে ফুসকুড়ি ও ক্ষত তৈরি হয়। রাতের বেলায় চুলকানি সবচেয়ে বেশি হয়।

লক্ষণসমূহ:

- প্রচণ্ড চুলকানি, বিশেষ করে রাতে
- ত্বকে লাল দাগ, ফুসকুড়ি বা ক্ষত
- আঙ্গুলের ফাঁকে, কনুই, কোমর, কবজি ও নাভির চারপাশে বেশি দেখা যায়

সংক্রমণ কীভাবে ছড়ায়?

স্ক্যাবিস অত্যন্ত ছোঁয়াচে। আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সরাসরি ত্বক স্পর্শ এবং একই পোশাক, তোয়ালে, বিছানার চাদর ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়ায়।

চিকিৎসা:

- পারমেথ্রিন ক্রিম: আক্রান্ত স্থানে ব্যবহার করে মাইট ধ্বংস করা হয়
- অ্যান্টি-হিস্টামিন: চুলকানি কমানোর জন্য
- চুলকানির ও ব্যথানাশক ট্যাবলেট প্রয়োজনে
- পরিবারের সদস্যদের একসঙ্গে চিকিৎসা নেওয়া উচিত

প্রতিরোধ:

- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা
- আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্র গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা
- চিকিৎসার পর বিছানা, বালিশ, জামা-কাপড় পরিষ্কার রাখা

বিশেষ সতর্কতা:

শিশু, বয়স্ক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে স্ক্যাবিস জটিল রূপ নিতে পারে। তাই লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।